172

তারিখ 08 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

আবদুস সুবহান

মহা-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের পূর্বশর্ত শিক্ষা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জন, সর্বোপরি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকেই সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও সরকার শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এর মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপখাতের বরাদ্দ পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী।

প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এর প্রথমেই রয়েছে অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়টি। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৪১৫৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ১৭১৬০ টি পুনঃনির্মান ও ১০৯২৮টি মেরামতের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ৬,০৫২টি পুনর্নির্মাণ, ৯০৬৯টি মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের কাজের মধ্যে স্বল্প ব্যয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, পি,টি,আই, চট্টগ্রামের বিভাগীয় শিক্ষা কমপ্লেক্স, উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্ন্তভুক্ত। এছাড়াও সরকারের রাজস্ব তহবিল হতে ১৮১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও ২৪৯০টি মেরামতের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত আছে। এর মাঝে ৬০৮টি পুনর্নির্মাণ ও ৪৪০টি মেরামতের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী গত বছর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে ময়মনসিংহ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কর্মসূচী শুরু করার ঘোষণা দেন। দরিদ্র অভিভাবকগণ যাতে তাদের বিদ্যালয় গমনোপযোগী সন্তানদের জীবিকা উপার্জনের কাজে না পাঠিয়ে স্কুলে ভর্তি করেন ও নিয়মিত পাঠাতে উৎসাহিত হন মূলতঃ সে উদ্দেশ্যেই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার শতকরা ৮৫ ভাগের বেশী থাকলেই দরিদ্র অভিভাবকদের ১৫ কেজি করে খাদ্য সাহায্য দেয়া হয়। গ্রামীণ ৪৬০টি থানার ৪৬০টি ইউনিয়নে ৪৭৮৭টি বিদ্যালয়ে ও ৪০০টি মাদ্রাসায় এ প্রকল্প বিস্তৃত। এতে মোট উপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬,৬০,২২৬। এ প্রকল্প চালু হওয়ার পর প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় শিশু ভর্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

নগর/শহর বিদ্যালয়ে ৪১৯২০ জোড়া বেঞ্চ ও ৩২৩৬টি চেয়ার টেবিল ও গ্রামীন বিদ্যালয়ে ৭,৬৩৩৪৭ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু বিদ্যালয়ে নলকূপ ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণের কাজ চলছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ করা হয়।

অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের দিকে বিশেষ মনযোগ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মেধা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকেও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সাব-ক্লাষ্টার গঠনের মাধ্যমে ক্লাষ্টার ট্রেনিং কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সেই সংগে কারিকুলাম ডিসেমিনেসন ট্রেনিংও অব্যাহত রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ডিসেমিনেশন ট্রেনিং ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ট্রেনিং প্রদানের প্রস্তুতি এখন চলছে। পি,টি,আইগুলোতে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষে ১৯৯০-৯৩ সময়ে প্রায় ২১৩২৬১ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিদের জন্যও একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু রয়েছে ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের শূন্যপদে ১৯৯৩ সালের শেষ নাগাদ মোট ১৭৫৯ জন প্রধান শিক্ষক ও ৫৮২৩ জন সহকারী শিক্ষককে নিয়োগ দান করা হয়েছে। আরো ১৫০০ প্রধান শিক্ষক ও ৩৫০০ সহকারী শিক্ষক নিয়োগের কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই মহিলা। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের ১৪০টি শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।

জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিষয়ে ব্যাপক হারে আগ্রহ বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নে তাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে প্রচার সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রেডিও টেলিভিশনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কয়েকটি টেলপ্ ও স্পট তৈরী করে তা টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি রঙিন পোষ্টার, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত একটি 'লোগো' সারা দেশে ব্যাপক হারে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া ছাড়াও তৈরী হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক শর্ট ফিল্ম ও টেলিভিশন স্পট। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা তুলে ধরে গ্রামে-গঞ্জে হাট-বাজারে জারীগান-নাটিকা ইত্যাদি প্রচারিত হচ্ছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রশাসনের পাশাপাশি অভিভাবক তথা জনসাধারণের অংশীদারীত্বের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে সকল কর্মকান্ডে উক্ত বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন ছাড়াও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'মা-সমাবেশ' ও 'উঠান বৈঠক'। এসব সমাবেশ ও বৈঠকের ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে এই ব্যাপক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ তখনই সফল হবে যখন এদেশের সকল স্তরের জনগণ প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিটি নিরক্ষর মানুষের জন্য সাক্ষরতা নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসবে।